নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন অগ্রযাত্রা

২০১৮-২০২১

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

UKaid
from the British people

UNDP

সম্পাদনায়:
ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী
মেয়র, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
ও
সভাপতি, সিটি প্রজেক্ট বোর্ড, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী টিম :

টিম লীডার :

মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, টাউন ম্যানেজার, এলআইইউপিসি প্রকল্প, ইউএনডিপি বাংলাদেশ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

সমন্বয়কারী:

- মোঃ আনোয়ার হোসেন, সোসিও ইকনোমিক এন্ড নিউট্রিশন অফিসার, এলআইইউপিসি প্রকল্প, ইউএনডিপি বাংলাদেশ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ভূঁইয়া, ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড হাউজিং এক্সপার্ট, এলআইইউপিসি প্রকল্প, ইউএনডিপি বাংলাদেশ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- কে এম আবুল বাশার, গভার্নেন্স এন্ড মোবিলাইজেশন এক্সপার্ট, এলআইইউপিসি প্রকল্প, ইউএনডিপি বাংলাদেশ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- রাফি হাসান পলাশ, ফাইন্যান্স এন্ড এডমিন অফিসার, এলআইইউপিসি প্রকল্প, ইউএনডিপি বাংলাদেশ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
- মোর্শেদা আক্তার, রিজিওনাল মনিটরিং ও ইভালুয়েশন অফিসার, এলআইইউপিসি প্রকল্প, ইউএনডিপি বাংলাদেশ, ঢাকা।

পর্যালোচনায়:

- কে এম ফরিদুল মিরাজ, প্রধান সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ও সদস্য সচিব, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

প্রকাশকাল:
মার্চ ২০২২

সূচীপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
এক নজরে প্রকল্পের অর্জনের পরিসংখ্যান	৪
নগর উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় হার না মানা নারী	৫
টাউন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	৬
প্রকল্প পরিচিতি	৬
ওয়ার্ড পর্যায়ে দারিদ্র্যতার স্কোর	৭
নগর দরিদ্র বসতি মানচিত্র	৯
সিডিসি ও ক্লাষ্টারের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা	১০
ব্যবসা অনুদানের উপকারভোগী	১১
কারিগরি প্রশিক্ষণে বাক-প্রতিবন্ধী শারমিনের দিনবদল	১২
ফুড বাস্কেটের সাথে শিউলি নিয়মিত পেয়েছেন পুষ্টি নিয়ে অনেক অজানা তথ্য	১৩
গৃহ পরিচারিকা থেকে আলেয়া এখন সুস্বাদু, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী খাবার বিক্রেতা	১৪
স্বল্প খরচে জলবায়ু সহনশীল আবাসন নির্মাণে কমিউনিটি হাউজিং ডেভলপমেন্ট ফান্ড (সিএইচডিএফ)	১৫
জলবায়ু সহিষ্ণু ক্ষুদ্র ও মাঝারি ভৌত অবকাঠামো	১৬
কোভিড-১৯ সহ অন্যান্য দুর্যোগে সাড়া প্রদান	১৮
নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ	১৯
প্রতিবন্ধী নগর দরিদ্রদের জন্য কাজ করছে এলআইইউপিসি প্রকল্প	২০
স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দুর্নীতি, জালিয়াতি ও প্রতারণা বিষয়ক সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	২১
ডিজিটাল হেলথ ও মাইক্রো হেলথ ইন্সুরেন্স সার্ভিসেস	২২
আলোকচিত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	২৩

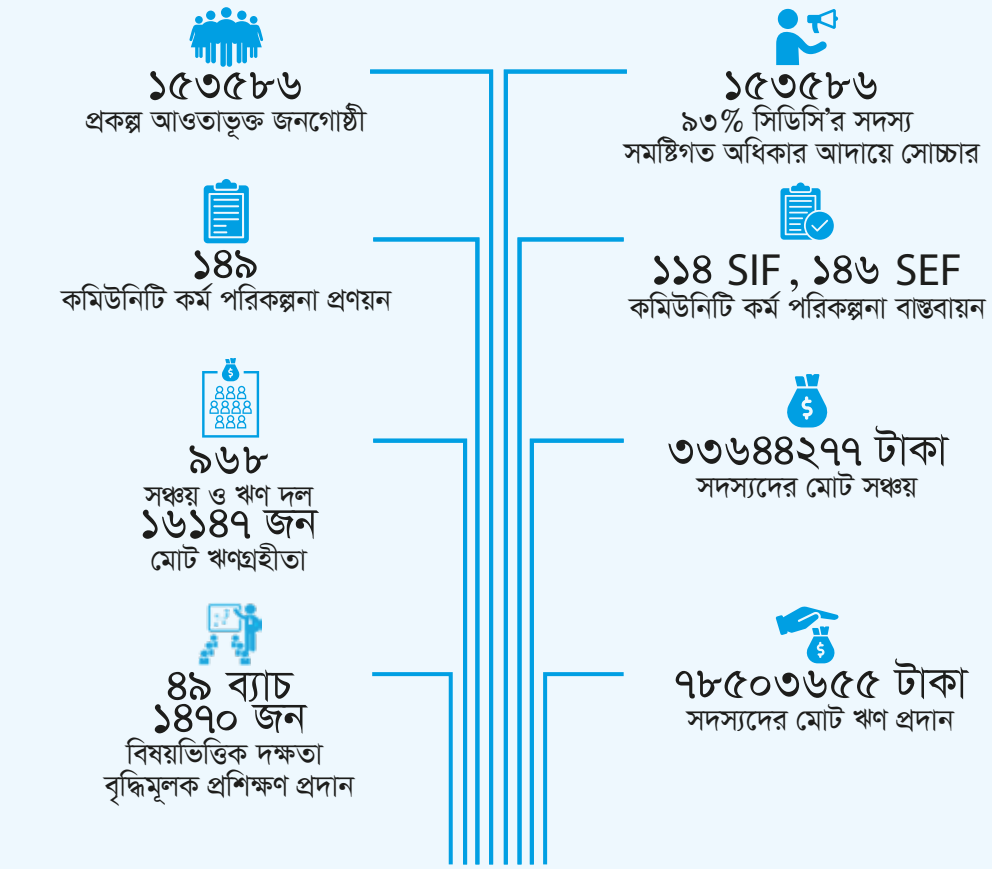

১৫৩৫৮৬
প্রকল্প আওতাভূক্ত জনগোষ্ঠী

১৫৩৫৮৬
৯৩% সিডিসি'র সদস্য
সমষ্টিগত অধিকার আদায়ে সোচ্চার

১৪৯
কমিউনিটি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন

১১৪ SIF , ১৪৬ SEF
কমিউনিটি কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

৯৬৮
সঞ্চয় ও ঋণ দল
১৬১৪৭ জন
মোট ঋণগ্রহীতা

৩৩৬৪৪২৭৭ টাকা
সদস্যদের মোট সঞ্চয়

৪৯ ব্যাচ
১৪৭০ জন
বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা
বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান

৭৮৫০৩৬৫৫ টাকা
সদস্যদের মোট ঋণ প্রদান

এক নজরে এলআইইউপিসি প্রকল্পের অর্জনসমূহ ২০১৮-২০২১

৭৫৩৬
আর্থ-সামাজিক অনুদান
প্রাপ্ত নারী ও শিশু

৪৭৫
শিক্ষানবিশ অনুদান প্রাপ্ত
নারী ও যুবক-যুবতী

১৭৪৫
দুই বছর মেয়াদী শিক্ষা
অনুদান প্রাপ্ত শিশু-কিশোর

১৪৯২
পুষ্টি অনুদান প্রাপ্ত
গর্ভবতী ও প্রসূতী মা

১৬০৭
ব্যবসা সহায়তা প্রাপ্ত নারী

৪৫০
প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবাপ্রাপ্ত কিশোরী

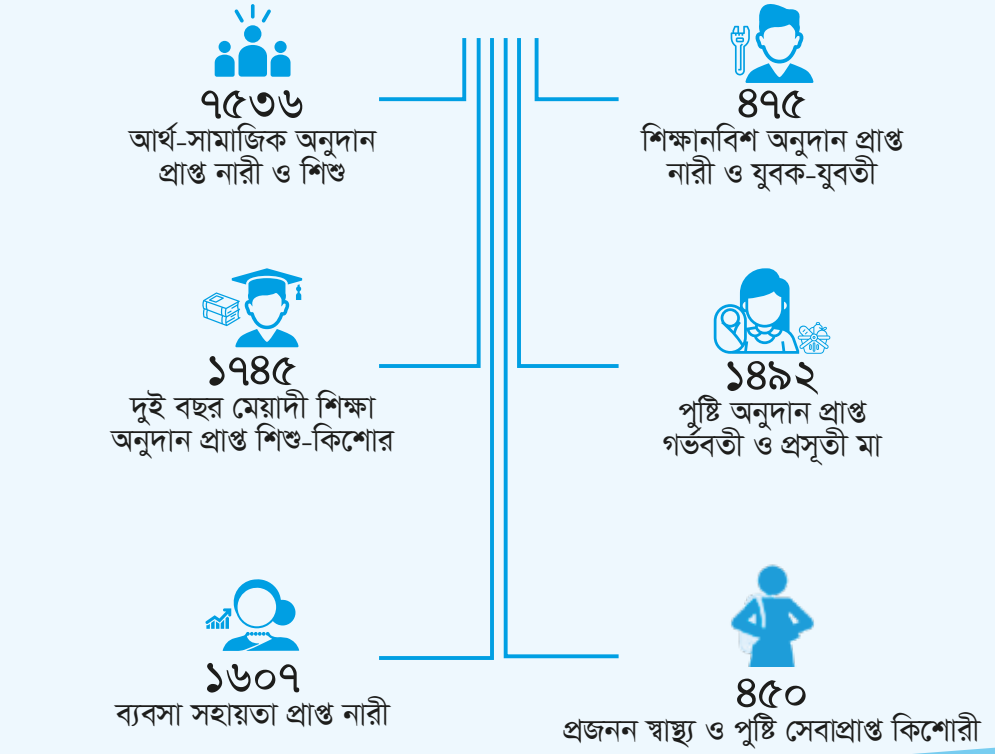

নগর উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় হার না মানা নারী

ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী, মেয়র, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

গত কয়েক দশক জুড়েই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারী-পুরুষের সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন বহুল আলোচিত ও চর্চিত ইস্যু যা বর্তমান টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০-তেও গুরুত্ব পেয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের কারণে বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে উন্নতি করেছে।

রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ে বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বে অষ্টম, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে অবস্থান ৭৫ তম যা দশ বছরে এগিয়েছে ১১ ধাপ। নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারের এই অগ্রগতিতে অবদানের ক্ষেত্রে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনও পিছিয়ে নেই। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন যুক্তরাজ্য সরকারের FCDO, UNDP এবং বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (LIUPCP) এই শহরের দরিদ্র নারীদের জীবনমান উন্নয়নে বহুবিধ ভূমিকা রেখে চলেছে। এই প্রকল্পের সহযোগিতায় নারায়ণগঞ্জ টাউন ফেডারেশন, সিএইচডিএফ, ১৪টি ক্লাস্টার এবং ১৭৩টি সিডিসি গঠনের মাধ্যমে ৪৪ হাজারের অধিক নারীকে ক্ষমতায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং এই সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে।

দরিদ্র পরিবারের মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, পুষ্টি, আর্থিক সক্ষমতা, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, জলবায়ু সহিষ্ণু ক্ষুদ্র ও মাঝারি ভৌত অবকাঠামো এবং গৃহ নির্মাণ, দরিদ্র নারীদের স্বাক্ষর জ্ঞান অর্জন, ভোকেশনাল প্রশিক্ষণসহ তাদের কর্মসংস্থানের উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। সময়োপযোগী বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের সামর্থ্য ও ইচ্ছাগুলোর অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের স্বপ্ন পূরণের পথে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই প্রকল্পের সাথে সিটি কর্পোরেশনও নিবিড়ভাবে সহযোগিতা করছে। সঞ্চয় প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের সঞ্চয়ে উৎসাহী করা হচ্ছে যা তাদের পরিবারের আর্থিক ভিত শক্তিশালী করছে। এর মাধ্যমে শুধু প্রান্তিক নারীরা নয়, তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও যেন শিক্ষিত ও আত্মনির্ভরশীল হতে পারে এবং ভালো একটা জীবন পায় সেটাও খেয়াল রাখা হচ্ছে। করোনা মহামারীকালে তারা যেন টিকা গ্রহণে পিছিয়ে না পড়ে সেইজন্যও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এবং শুধু ব্যবস্থা নেয়ার মাধ্যমেই থেমে থাকছেনা আমাদের কার্যক্রম, বরং প্রতিনিয়ত তাদের সকল তথ্য, প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের উন্নতি ও প্রয়োজনীয় তথ্যও হালনাগাদ করা হয়েছে। এই সকল উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জের নারীদের উন্নয়নের চিত্র এখন দৃশ্যমান।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ ইউএনডিপি, এফসিডিও, মন্ত্রণালয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ। একইসঙ্গে ধন্যবাদ জানাই নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ও LIUPCP প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক কর্মকর্তা, মাঠকর্মী, টাউন ফেডারেশন, সিএইচডিএফ, ক্লাস্টার ও সিডিসি'র সকল নেত্রীকে যাদের সহযোগিতা ছাড়া এই সফল অগ্রযাত্রা অসম্ভব ছিল। নগর দরিদ্র নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকা বরাবরের মতোই অব্যাহত থাকবে।

"দরিদ্র পরিবারের মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, পুষ্টি, আর্থিক সক্ষমতা, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, জলবায়ু সহিষ্ণু ক্ষুদ্র ও মাঝারি ভৌত অবকাঠামো এবং গৃহ নির্মাণ, দরিদ্র নারীদের স্বাক্ষর জ্ঞান অর্জন, ভোকেশনাল প্রশিক্ষণসহ তাদের কর্মসংস্থানের উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। সময়োপযোগী বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের সামর্থ্য ও ইচ্ছাগুলোর অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের স্বপ্ন পূরণের পথে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই প্রকল্পের সাথে সিটি কর্পোরেশনও নিবিড়ভাবে সহযোগিতা করছে"।

"সঞ্চয় প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের সঞ্চয়ে উৎসাহী করা হচ্ছে যা তাদের পরিবারের আর্থিক ভিত শক্তিশালী করছে। এর মাধ্যমে শুধু প্রান্তিক নারীরা নয়, তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও যেন শিক্ষিত ও আত্মনির্ভরশীল হতে পারে এবং ভালো একটা জীবন পায় সেটাও খেয়াল রাখা হচ্ছে"।

"শুধু ব্যবস্থা নেয়ার মাধ্যমেই থেমে থাকছেনা আমাদের কার্যক্রম, বরং প্রতিনিয়ত তাদের সকল তথ্য, প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের উন্নতি ও প্রয়োজনীয় তথ্যও হালনাগাদ করা হয়েছে। এই সকল উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জের নারীদের উন্নয়নের চিত্র এখন দৃশ্যমান"।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

অনেক পাটকলের জন্য 'বাংলাদেশের ডান্ডি' নামে পরিচিত ৭২.৪৩ কি:মি: দীর্ঘ ও ২৭টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত নারায়ণগঞ্জ শহরটি দেশের প্রাণকেন্দ্র এবং রাজধানীর নিকটবর্তী এলাকায় অবস্থিত। এটি দেশের প্রাচীনতম ও সর্বাধিক বিশিষ্ট নদী বন্দর এবং নদী দ্বারা বেষ্টিত। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাচীন ও বিশিষ্ট শহর হিসেবে এর সাফল্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের হাজার হাজার বাসিন্দা ও অভিবাসীদেরকে আকৃষ্ট করেছে। শহরের অর্থনৈতিক ভিত্তি হলো শিল্প যেমন কল, কারখানা এবং ব্যবসা। নারায়ণগঞ্জ শহরে নগরায়নের হার ১.৫১ শতাংশ যেখানে জাতীয় হার ১.৪৭ শতাংশ। নগরায়নের সমস্যাগুলি অন্যান্য এলাকার তুলনায় এখানে বেশ প্রকট। নারায়ণগঞ্জ শহরে দারিদ্র্য একটি গুরুতর পর্যায়ে রয়েছে এবং এর ১.৫ মিলিয়ন অধিবাসীদের ১৭% দরিদ্র বলে বিবেচিত হয়।

পৌরসভা গঠন : ৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬

সিটি কর্পোরেশন গঠন : ০৫ মে, ২০১১

আয়তন : ৭২.৪৩ ব.কি.

মোট ওয়ার্ড : ২৭টি

মোট জনসংখ্যা : ৭০৯৩৮১ জন

প্রকল্প পরিচিতি ঃ এলআইইউপিসি প্রকল্প, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

এলআইইউপিসি প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের নগর দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে সুষম ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং বাংলাদেশের অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫), ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ ও ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখা, যার মূল প্রতিপাদ্য হলো 'কেউ বাদ যাবে না (leave no one behind)'।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ২০১৮ সাল থেকে যুক্তরাজ্য সরকারের FCDO, UNDP এবং বাংলাদেশে সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প অত্র এলাকায় বসবাসরত নিম্ন আয়ের হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান তৈরি এবং দারিদ্র বিমোচন, বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়ন ও জলবায়ু সহনশীল পরিবেশ গঠনে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

প্রকল্পের কার্যক্রমের আওতায় নগরে অবহেলিত ও ভাসমান জনগোষ্ঠীর জন্য নিজেদের মধ্যে ঐক্য জোরদার, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উন্নত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে স্থানীয় দরিদ্র নারী, শিশু, যুবক-যুবতী, বয়োবৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নেতৃত্বের বিকাশ, সংগঠন তৈরি, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি, জলবায়ু সহিষ্ণু ক্ষুদ্র ও মাঝারী অবকাঠামো এবং গৃহনির্মাণ সহায়তা, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে সার্বিক উন্নয়নে কাজ করছে।

প্রকল্পের কার্যক্রম শুরুর পূর্বে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সর্বস্তরের জনগণ, বিশেষত স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, হতদরিদ্র পরিবারের নারী, শিশু, যুবক-যুবতী ও বয়োবৃদ্ধ এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার সাথে আলোচনা, নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে দরিদ্র ব্যক্তি, পরিবার ও এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য ১৫-২০ জন নারী সদস্য নিয়ে প্রাথমিক দল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় প্রকল্প এলাকায় ১৭৬০টি প্রাথমিক দল গঠিত হয়েছে যারা নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা, সমস্যা ও এর সমাধানের উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। নেতৃত্বের বিকাশের লক্ষ্যে প্রতি দুই(২) বছর অন্তর অন্তর প্রাথমিক দলসমূহ নিজেদের মধ্য থেকে দুইজন নেত্রী নির্বাচন করে থাকেন।

স্থানীয় উন্নয়ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং এর টেকসই পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নিমিত্ত সংগঠিত প্রাথমিক দলের নেত্রীদের নিয়ে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি) গঠিত হয়। পরবর্তীতে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে তারা দুই বছরের জন্য ৫ সদস্য বিশিষ্ট সিডিসি'র কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রকল্প এলাকায় সর্বমোট ১৭৩টি সিডিসি গঠিতহয়। প্রাথমিক দলের সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, নেতৃত্বের বিকাশ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সাথে যোগাযোগ, সঞ্চয় দল গঠন ও সঞ্চয়-ঋণ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা, উপকারভোগী নির্বাচন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ সহ অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকি নিশ্চিত করে থাকেন।

সিডিসির উন্নয়ন পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের জন্য ১০-১৫টি সিডিসি নিয়ে সিডিসি ক্লাষ্টার গঠিত হয়ে থাকে। সিডিসি'র কার্যনির্বাহি সদস্যগণ গণতান্ত্রিক উপায়ে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে দুই বছর মেয়াদী ৫ সদস্য বিশিষ্ট ক্লাষ্টার কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করে থাকে। ক্লাষ্টারসমূহ সকল সিডিসির মধ্যে সমন্বয়, সক্ষমতা বৃদ্ধি, উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকি, বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে নেটওয়ার্কিংসহ স্থানীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক স্বল্পমেয়াদী স্কীম ও অনুদান তহবিল ব্যবস্থাপনাও করে থাকেন। ইতিমধ্যেই নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ১৪টি সিডিসি ক্লাষ্টার গঠিত হয়েছে এবং তারা ৫০টি অনুদান তহবিল চুক্তি (কন্ট্রাক্ট) বাস্তবায়নের কাজ পরিচালনা করছেন।

প্রকল্পের আওতাভূক্ত সিডিসি ও সিডিসি ক্লাষ্টারের সমন্বয়ে টাউন ফেডারেশন গঠিত হয়ে থাকে। শহরে বসবাসরত প্রায় ৩০% দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার আদায়ে একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে সিটি কর্পোরেশন, দাতা সংস্থা, সরকারি দপ্তর, বেসরকারি সংস্থা, ব্যবসায় ও সামাজিক সংগঠন সহ প্রকল্পের আওতাধীন সকল সিডিসি ক্লাষ্টারের সাথে যোগাযোগ, নেটওয়ার্কিং ও সমন্বয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। সকল সিডিসি'র দুইজন এবং সিডিসি ক্লাষ্টারের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের অংশগ্রহণে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ০৯ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয় এবং আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে ফেডারেশন তাদের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করেন। নারায়ণগঞ্জ টাউন ফেডারেশন ইতিমধ্যেই স্ব-উদ্যোগে ৭৩টি হতদরিদ্র পরিবারকে করোনাকালীন জরুরী ত্রাণ ও খাদ্য সহায়তা; ২৭টি ওয়ার্ডে করোনা, ডেঙ্গু, চিকনগুনিয়া ও খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি, করোনা টিকার নিবন্ধন, টিকা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও টিকা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা; ২০০-এর অধিক দরিদ্র বেকার যুবক-যুবতীদেরকে আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ ও প্রশিক্ষণে সম্পৃক্তকরণ; সরকারি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও বেসরকারি বিভিন্ন অনুদানের জন্য ৫০০০+ সঠিক উপকারভোগী নির্বাচন ও অনুদান বিতরণে দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা রেখেছেন। পাশাপাশি তারা প্রকল্পের আওতায় কিশোরী প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নিউট্রিশন এজেন্ট নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, উপকরণ ক্রয় ও সরবরাহ সহ সার্বিক দায়িত্ব পালন করছেন।

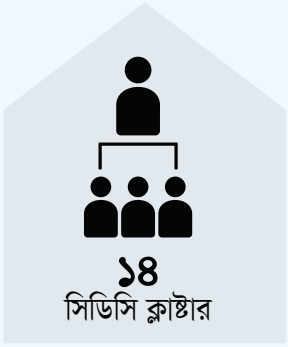

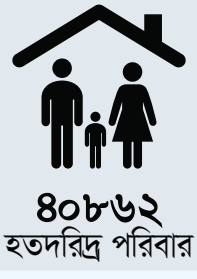

কমিউনিটি নেতৃত্ব তথা Community Empowerment পদ্ধতি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের প্রধান বাস্তবায়ন কৌশল যার মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ২৭টি ওয়ার্ডের দরিদ্র নারীদের নিয়ে ১৭৩৪টি প্রাথমিক দল, ১৭৩টি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি), ১৪টি সিডিসি ক্লাষ্টার, ১০টি সেইফ কমিউনিটি কমিটি, ১০টি সোশ্যাল অডিট কমিটি ও ১১৮টি ক্রয় কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটিসমূহ স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যা যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নারী নেতৃত্বের বিকাশ, নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, যুবক-যুবতীদের কারিগরী ও আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, জলবায়ু সহিষ্ণু বাসগৃহ মেরামত, কমিউনিটি ল্যাট্রিন, গোসলখানা, ফুটপাত, সাবমারসিবল পাম্প ও রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি চিহ্নিতকরণ ও সমাধানকল্পে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সিডিসি পর্যায়ে সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুশৃঙ্খল কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার নিমিত্ত অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে টাউন ফেডারেশন, সিএইচডিএফ, সিডিসি ক্লাষ্টার ও সিডিসি'র কার্যকরি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং এক অনাড়ম্বর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিটি কমিটি তাদের স্বীয় দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। পাশাপাশি প্রকল্পের সকল কম্পোনেন্ট এর আওতায় বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের নিমিত্ত ১৯টি ওয়ার্ডে ১টি করে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে যেখানে দরিদ্র নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রকল্পের মাধ্যমে নারীদেরকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে এবং তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সক্ষমতাবৃদ্ধিসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য কারিগরী সহযোগীতা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। ইতিমধ্যেই ১৭৪০টি সঞ্চয় দলের মাধ্যমে ৩৪৬৭০২৪৯ টাকা সঞ্চয় ও ৭৪৯৭৫৭০৯ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, রিয়েলটাইম ডাটা সংগ্রহ, মনিটরিং ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করার জন্য ডিজিটালাইজেশন এর কাজ চলমান রয়েছে। পিছিয়ে পড়া নারী ও শিশুদের সুস্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যবসা অনুদান, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা অনুদান, পুষ্টি সহায়তা, সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

প্রকল্পের আওতায় শিশুবিবাহ রোধ এবং মেয়ে শিশুদের একাডেমিক শিক্ষার পথ সুগম করার লক্ষ্যে ২০১৮ সাল থেকে দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবারের ১১৪৬জন স্কুলগামী ছাত্রী এবং ৫৯৯জন ছাত্রকে দুই বছর মেয়াদী শিক্ষা অনুদান প্রদান করে আসছে। শিক্ষা অনুদান পাওয়ার ফলে দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার এবং অনুদান প্রাপ্ত পরিবারে বাল্যবিবাহ দেয়ার প্রবনতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

প্রকল্পের বহুমাত্রিক দরিদ্রতাসূচক (Multi-dimensional Poverty Indicators) অনুসরণ করে প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত নিবন্ধিত দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবারের ১৪৯২জন গর্ভবতী ও প্রসূতি মা এবং ৭-২৪ মাস বয়সী শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য পুষ্টিকর ফুড বাস্কেট (ডিম, তেল, ডাল) বিতরণ; ৬৫৫৬টি পরিবারের মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে ২৯২২৬টি একক ও ১৫২৭০টি দলীয় কাউন্সেলিং, শিশুর শারীরিক ওজন ও পুষ্টির গুণাগুন পরিমাপ, সঠিক পরিমান খাদ্য গ্রহণের জন্য পুষ্টিতথ্য সম্বলিত প্লেট ও বাটি প্রদান এবং বিভিন্ন নাটক, প্রশিক্ষণ, লিফলেট, ব্রুশিয়ার, পোস্টার, টিপিট্যাপ ব্যবহার ও সঠিক পদ্ধতিতে হাত ধোয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে ৬০টি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে এবং বর্তমানেও তা চলমান রয়েছে। সিটি পর্যায়ে Multi-Sectoral Nutrition Coordination Committee (MSNCC) গঠনের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

"আমার ২৫ বছরের অধিক কর্মজীবনে বিভিন্ন দেশে কমিউনিটি পর্যায়ের যত সদস্যদের সাথে আলাপ করেছি, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের এলআইইউপিসি প্রকল্পের নলুয়া নামাপাড়া সিডিসি'র সদস্যদের মতো এতো আত্মবিশ্বাসী ভয়েস কোথাও শুনিনি। আমি অবাক হয়ে শুধু তাদের কথাই শুনছিলাম!"

সুদীপ্ত মুখার্জি,
আবাসিক প্রতিনিধি,
ইউএনডিপি বাংলাদেশ

নলুয়া নামাপাড়া সিডিসি'র বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সেশন (১০ই ফেব্রুয়ারী, ২০২১)

"সিটি স্টিয়ারিং কমিটি নিয়মিত সভা করে কৌশলগত দিক নির্দেশনা প্রদান করার ফলে প্রকল্পে প্রকৃত উপকারভোগীরা বিভিন্ন সুবিধা পাচ্ছেন এবং নগর দারিদ্র্য দূরীকরণে নারীদের মধ্যে শক্তিশালী নেতৃত্ব গড়ে উঠছে"।

মোঃ আবুল আমিন
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা,
নারায়ণগঞ্জ সিটি
কর্পোরেশন

"প্রজেক্ট বোর্ডের সঠিক দিক নির্দেশনায় এলআইইউপিসি প্রকল্পের কার্যক্রম নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে সুন্দরভাবে এগিয়ে চলছে। প্রকল্পটি নগর দরিদ্র নারীদের জীবন মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে"।

কে এম ফরিদুল মিরাজ
সদস্য সচিব
এলআইইউপিসি প্রকল্প,
নারায়ণগঞ্জ সিটি
কর্পোরেশন

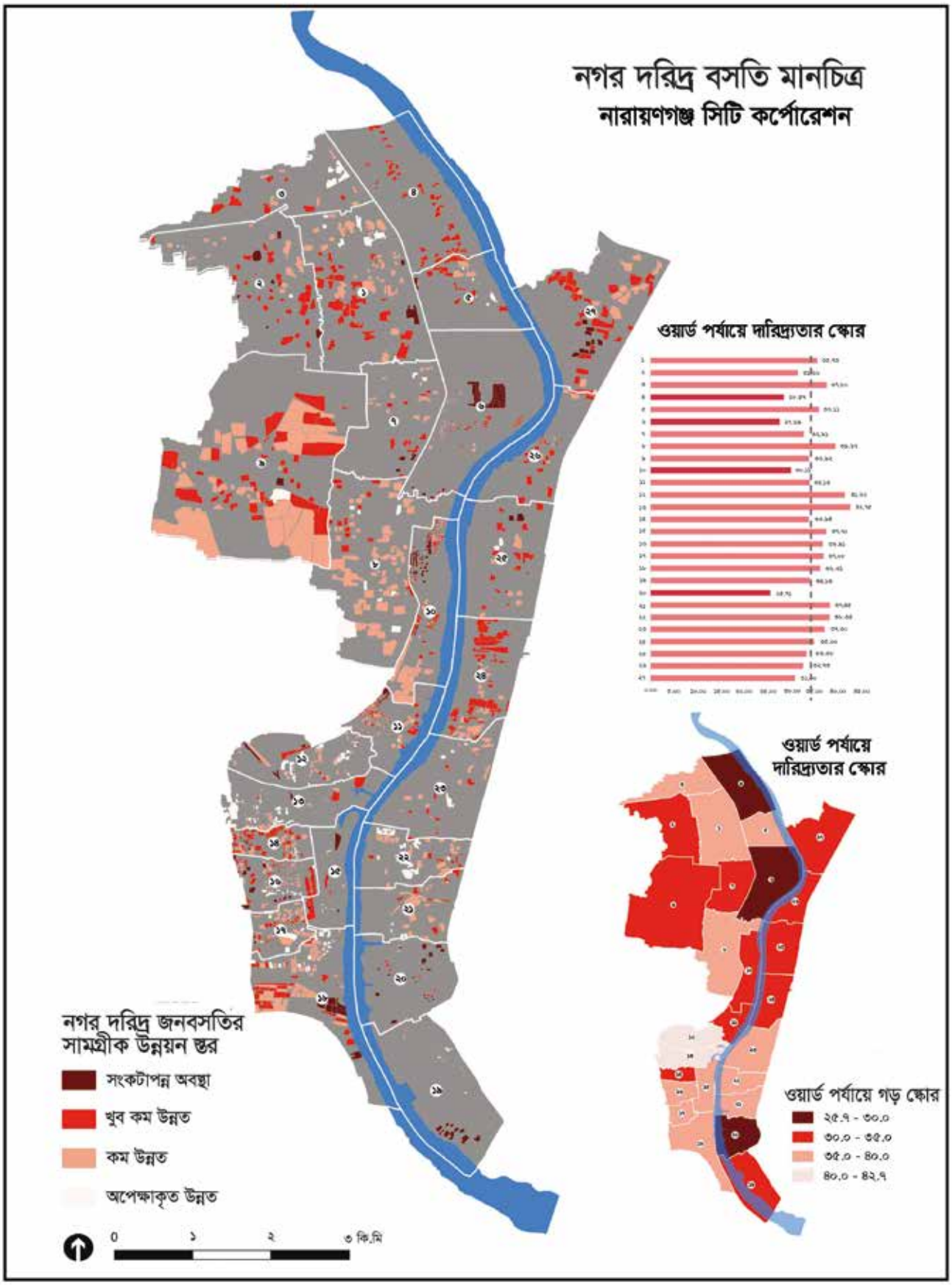

তথ্যসূত্র ঃ ওয়ার্ড ভিত্তিক এটলাস পোভার্টি ম্যাপিং কর্মশালা ২০১৭, এলআইইউপিসি প্রকল্প, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

সিডিসি ও ক্লাষ্টারের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা

কর্ম-পরিকল্পনা (ক্যাপ) প্রনয়ন

নলুয়া নামাপাড়া সিডিসি'র বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনার
বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সেশন

৮২
মিলিয়ন টাকা
মোট চুক্তি মূল্য

৪
মিলিয়ন টাকা
পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ
তহবিল

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কমিউনিটি অ্যাকশন প্ল্যান

২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার তথ্য প্রদানে ১৮ নং ওয়ার্ডের মুসলিমনগর এলাকার রূপালী বেগম (ছদ্মনাম) কথা বলতে রাজী হলেও সেদিন তার চোখে-মুখে ছিল সংকোচ, দ্বিধা ও আত্মবিশ্বাসহীনতা। অনগ্রসর দরিদ্র জনগোষ্ঠীতে বিশেষত নারীরা ঘর থেকে বের হতে সংকোচ বোধ করেন বলে রূপালী জানান। এলআইইউপিসি প্রকল্পের সহায়তায় সেই রূপালী তার এলাকার সেতারা বেগম, লিপি আক্তার, সুলতানা, শাহনাজ, মায়ানূর, সালমা, কিরণ রাণী, শিল্পী সাহা, রোকসানা, নার্গিস এর মতো দরিদ্র ও আগ্রহী নারীদের নিয়ে শুরুতে প্রাথমিক দল এবং পরবর্তীতে ধাপে ধাপে সিডিসি, সিডিসি ক্লাষ্টার ও টাউন ফেডারেশন গঠন করে এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন।

রূপালী বেগমের মতো হাজারো নারী যারা অপরিচিত কিংবা অন্য কোন মানুষের সাথে কথা বলতে সংকোচ করতো সেই রূপালী বেগমরাই আজ তাদের এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলর সহ সরকারি - বেসরকারি বিভিন্ন ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান ও দাতা সংস্থার সাথে নিবিড় যোগাযোগ করছেন। সিডিসি'র আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষা সহ যাবতীয় উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছেন। টাউন ফেডারেশনকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি মডেল সামাজিক উন্নয়ন সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাই রূপালীদের আগামীদিনের স্বপ্ন।

১৭২
কমিউনিটির কর্ম-পরিকল্পনা
বাস্তবায়ন

ব্যবসা অনুদানের উপকারভোগী

১৭৭০
ব্যবসা উপকারভোগী

"প্রকল্পের সুবিধাভোগী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগ নারীই এখন আর সংসারের বোঝা নয়। তারাও এখন অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি"।

কোহিনূর বেগম
ছোট তল্লাগঞ্জে আলী শাহ রোড সিডিসি, নারায়ণগঞ্জ

- ব্যবসা ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ও ব্যবসা সহায়তা অনুদানপ্রাপ্ত নারীরা খাদ্যপণ্য উৎপাদন ও বিক্রি, কাপড়ের ব্যবসা, ক্যাটারিং সার্ভিস, সবজির ব্যবসা, মুদি দোকান, মাছের ব্যবসার মতো নানাবিধ ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা করে সফলভাবে জীবিকা নির্বাহ করছে।
- বিভিন্ন ট্রেড যেমন মোবাইল সার্ভিসিং, কম্পিউটার অপারেশন, ড্রেস মেকিং, ইলেট্রিক এন্ড ইলেক্ট্রেনিক মেকানিক, বিউটি পার্লার, ড্রাইভিং প্রভৃতি বিষয়ে ৩-৬ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ব্যবসা অনুদানের উপকারভোগী কোহিনূর বেগমের গল্প

সর্বনাশা পদ্মার ভাঙ্গনে কোহিনূর বেগমের (৪০) বাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার পর স্বামী ও দুই সন্তান নিয়ে নতুন ভাবে বাঁচার আশায় নারায়ণগঞ্জে পাড়ি জমান। অচেনা শহরে স্বল্প আয়ে সংসার তেমন চলছিল না। ক্ষুদ্র ব্যবসা করে সংসারের গতি ফিরিয়ে আনতে চাইলেও পুঁজির অভাবে পারছিলেন না। এমনকি কেউ ঋণ দিতেও রাজি হয়নি। ২০০৮ সালে ছোট তল্লাগঞ্জে আলী শাহ রোড সিডিসি'র সদস্য হয়ে সঞ্চয় শুরু করেন।

ছয় মাস পর সিডিসি থেকে ৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ঝাল মুড়ির ব্যবসা শুরু করেন। ব্যবসার আয় ও দ্বিতীয় দফা ঋণ নিয়ে ব্যবসা সম্প্রসারণ করে ঝালমুড়ি, ফুচকা ও চটপটির ভ্রাম্যমান দোকান চালাচ্ছেন। সাম্প্রতিক তিনি ভ্রাম্যমান কাপড়ের নতুন ব্যবসাও শুরু করেছেন। এখন তিনি প্রতি মাসে গড়ে ৩০ হাজার টাকা আয় করেন। এভাবেই কোহিনূর বেগম ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছেন।

৩৫৪ শিক্ষানবিশ উপকারভোগী

কারিগরি প্রশিক্ষণে বাক-প্রতিবন্ধী শারমিনের দিনবদল

- দরিদ্র পরিবারের ৪৭৫জন বেকার নারী ও যুবক-যুবতীদের চাহিদার ভিত্তিতে টেকসই এবং সম্মানজনক পেশার মাধ্যমে আয়ের পথ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ট্রেড যেমন মোবাইল সার্ভিসিং, কম্পিউটার অপারেশন, ড্রেস মেকিং, ইলেট্রিক এন্ড ইলেক্ট্রেনিক মেকানিক, বিউটি পার্লার, ড্রাইভিং প্রভৃতি বিষয়ে ৩-৬ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রায় ৮০%-এর অধিক প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ পরবর্তী আত্মকর্মসংস্থান তৈরি এবং প্রায় ১০%-এর অধিক প্রশিক্ষণার্থী প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছেন।

নলুয়া নামাপাড়া সিডিসি এলাকার দিনমজুর বাবা ও সিডিসি'র সদস্য শামসুন্নাহারের বড় মেয়ে শারমিন জন্ম থেকেই বাক প্রতিবন্ধী। অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ তাদের প্রতিনিয়ত। ছোটবেলা থেকেই সমাজ ও আত্মীয় স্বজনের কাছে নানান অবহেলা ও অপমানের মাঝেই বড় হওয়া। ইচ্ছা থাকলেও প্রতিবন্ধকতা ও সুযোগের অভাবে কিছু করার সুযোগ ছিলনা শারমিনের।

এলআইইউপিসি প্রকল্পের ২০১৮ সালের শিক্ষানবিশ অনুদানের আওতায় ০৬ মাস ব্যাপী কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারিগরী দক্ষতা অর্জন করে শারমিন। প্রশিক্ষণ শেষে স্বপ্ন, শক্তি ও সাহস সবই পেয়েছে সে। শিক্ষানবিশ সহায়তা থেকে পাওয়া প্রশিক্ষণ ও যাতায়াত ভাতার টাকায় ক্রয় করেন একটি সেলাই মেশিন। শুরু হয় নিজেকে প্রমাণ করার এবং প্রতিবন্ধীতা জয়ের গল্প। কাপড় সেলাইয়ের জন্য তার পাড়া প্রতিবেশি সকলেই আসে শারমিনের কাছে। মানসম্পন্ন কাজ, সততা, অদম্য ইচ্ছা আর ভাল ব্যবহারের মাধ্যমে সকলের মন জয় করে নিয়েছেন।

প্রতিমাসের আয় থেকে পরিবারের সদস্যদেরকে সহায়তা করার পর ১০ হাজারেরও বেশি টাকা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করেছেন। স্বপ্ন দেখছেন একটি দোকান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার।

পুষ্টি উপকারভোগী

ফুড বাস্কেটের সাথে শিউলি নিয়মিত পেয়েছেন পুষ্টি নিয়ে অনেক অজানা তথ্য

“প্রকল্পটি আমার জীবনে ঈশ্বরের আশীর্বাদ হইয়া আইছে। না অইলে আমার এই বাচ্চাটাও অন্য বাচ্চাদের মত অপুষ্টিতে ভুগতো, অসুস্থ থাকতো। আমার পরিবারে যতটুকু স্বচ্ছলতা তাও পাইতাম না”।

শিউলী রাণী
লুয়া নামাপাড়া সিডিসি, নারায়ণগঞ্জ

৭৪৮
দুগ্ধদানকারী মা

৭৪৪
৭-২৪ মাস বয়সী শিশু

তিন সন্তানের জননী শিউলি রাণী গত ১০ বছর আগে সহায় সম্বলহীন স্বামীর হাত ধরে পাড়ি জমিয়েছিলেন নারায়ণগঞ্জ এর মাটিতে। অচেনা পথের গলিতে এ যেন নতুন আরেক সংগ্রাম। শহরের এক ছোট্ট কোণেই জায়গা করে নেন শিউলি ও তার পরিবার। পেটের দায়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কাজ করছিলেন কিন্তু অভাব যেন পরিবারের নিত্যসঙ্গী। এর মধ্যেই ২০১৯ সালের ২৭ অক্টোবর জন্ম গ্রহণ করে তৃতীয় সন্তান তন্ময়। জন্ম থেকেই বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট তন্ময়। ৬ মাস পর তন্ময়ের মুখে বাড়তি পুষ্টিকর খাবার তুলে দেয়ার কোন ব্যবস্থাই করতে পারছিলেন না শিউলী ও তার স্বামী।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের ২০২০ সালে নলুয়া নামাপাড়া সিডিসি’র সদস্য হিসেবে একজন পুষ্টি উপকাভোগীর তালিকায় নাম লেখানোর সুযোগ পান শিউলী রাণী। আর এটাই যেন দেবীর আশীর্বাদ হয়ে আসে তার তন্ময়ের জীবনে। প্রতি মাসের নির্ধারিত দিনে পাচ্ছেন তেল, ডাল ও ডিম যা দিয়ে তন্ময় শারীরিক ও মানসিকভাবে বেড়ে উঠছে। পাশাপাশি একক ও দলীয় কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে শিউলী জানতে পারছেন পুষ্টি সম্পর্কিত অনেক অজানা তথ্য যার ফলে সন্তানদেরকেও দিতে পারছেন সঠিক পরিচর্যা।

ব্যবসা সহায়তা

গৃহ পরিচারিকা থেকে আলেয়া এখন সুস্বাদু, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী খাবার বিক্রেতা

"এলআইইউপিসি প্রকল্প আমার মতো হাজারো নারীর স্বপ্নপূরণ ও তাদের জীবন থেকে অভাব দূর করার সঙ্গী যারা দারিদ্র্যের দুষ্টু চক্র থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে"

আলেয়া বেগম
জল্লারপাড়, সিডিসি, নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ১৭ নং ওয়ার্ডের জল্লারপাড় এলাকায় ২৫ বছর ধরে বসবাস আলেয়ার। অল্পবয়সেই বিয়ে হয়। স্বামী কিয়াসউদ্দিন দিনমজুর। তিন ছেলে-মেয়ে নিয়ে অভাবের কারণে স্বামীর সাথে জাহাজ থেকে গম নামিয়ে বস্তায় ভরার কাজ করতেন আলেয়া। মেয়ে কাজলীকে বিয়ে দেওয়ার পর বিশাল অংকের ঋণ হয়ে যায়। এর মধ্যে স্বামীও অসুস্থ্য হয়ে মারা যান। ঋণ আর স্বামী হারানোর শোক আলেয়াকে দিশেহারা করে ফেলে। অভাবের সংসারে নেমে আসে অসহনীয় দুর্ভোগ। উপায়ান্তর না পেয়ে মানুষের বাসায় গৃহ পরিচারিকার কাজ শুরু করেন। সংসার কোনমতে চললেও ঋণের বোঝার ভার সইতে পারছিলেন না আলেয়া।

২০১৯ সালে এলআইইউপিসি প্রকল্পের আওতায় জল্লারপাড় সিডিসি'র সদস্য হিসেবে নিবন্ধিত হন। একই বছরে ব্যবসা সহায়তা অনুদান হিসেবে ১০০০০ (দশ হাজার) টাকা পান। আর তা দিয়েই শুরু করেন এলাকার ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের দুপুরের খাবার সরবরাহের কাজ। সুস্বাদু, নিরাপদ ও তুলনামূলক কম মূল্য হিসেবে ক্রমান্বয়ে বড় হতে থাকে তার প্রতিদিনের গ্রাহকের তালিকা।

ব্যবসা থেকে প্রতিমাসে যা আয় করেন তা থেকে ঋণ শোধ করে কিছু টাকা সঞ্চয়ও করেছেন। স্বপ্ন দেখছেন একদিন নিজেই কোন খাবার হোটেলের মালিক হবেন, সন্তানদেরকে পড়াশোনা করিয়ে উচ্চ শিক্ষিত করবেন আর দূর হবে জীবনের যত দু:খ-কষ্ট।

৫৩৬১
নারী উপকারভোগী

স্বল্প খরচে জলবায়ু সহনশীল আবাসন নির্মানে কমিউনিটি হাউজিং ডেভলপমেন্ট ফান্ড (সিএইচডিএফ)

প্রয়াত স্বামীর রেখে যাওয়া বসত ভিটায় জীর্ণ-শীর্ণ ঘরে ২ ছেলে আর ১ মেয়ে নিয়ে পশ্চিম দেওভোগ মসজিদ সিডিসি'র সদস্য সালমা বেগমের বসবাস। সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ ও সংসারের হাল ধরতে গিয়ে একটি সুন্দর বসত ঘর নির্মাণের স্বপ্ন তার অধরাই ছিল। আত্মীয়-স্বজন ও ব্যাংকের কাছে কয়েকবার ঋণ চেয়েও কোন সাড়া পান নি কিন্তু তার আক্ষেপ যেন শেষ হয়না।

পরবর্তীতে ২০১৬ সালে সিডিসি'র নেত্রীদের মাধ্যমে কমিউনিটি হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (CHDF) থেকে সহজ শর্তে ১,৫০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে ও নিজের কিছু সঞ্চিত টাকা দিয়ে ৩ রুমের একটি টিনসেড ঘর নির্মাণ করেন। ১টি রুম নিজেদের ব্যবহারের জন্য রেখে বাকী ২টি রুমভাড়া দিয়ে প্রতিমাসে ৫০০০ টাকা পেতেন যা দিয়ে তিনি ৩ বছরে পুরো ঋণ পরিশোধ করেন। ২ বছর পর তিনি ভাড়া বাবদ আয় থেকে আরো ১টি রুম তৈরি করে সেটাও ভাড়া দেন। বর্তমানে তিনি ভাড়া বাবদ ৯০০০ টাকা প্রতি মাসে আয় করেন। সালমা রচনা করলেন পরিবারের এক সুখের ঠিকানা।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প দূরাবস্থা নিরসনে স্বল্প খরচে জলবায়ু সহনশীল আবাসন নির্মানে কমিউনিটি হাউজিং ডেভলপমেন্ট ফান্ড গঠন করেছে। সিএইচডিএফ কমিটির ব্যবস্থাপনায় প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী ইতিমধ্যে ৩৮টি হতদরিদ্র পরিবারের আবাসন সংকট নিরসনে সহজ শর্তে ৫৬,০০,০০০ টাকা ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আবাসন নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২০২৩ সালের মধ্যে মোট ২৫০টি হত দরিদ্র পরিবারের আবাসন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সিডিসি'র নেত্রীগণ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ, ব্যক্তিগত কিংবা ছোট দলে আলোচনা এবং প্রকল্পের কর্মকর্তা ও মাঠ কর্মীদের প্রত্যক্ষ সহযোগীতায় তারা বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামোর প্রাক্কলন, কোটেশন সংগ্রহ, দরপত্র মূল্যায়ন, মিটিং রেজুলেশন তৈরি, মালামাল ক্রয়, স্থানীয় জন প্রতিনিধি ও ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা ও দর কষাকষি, মিস্ত্রির কাছ থেকে কাজ বুঝে নিতে পারেন। তাদের অনেকেই এখন প্রকল্পের কাজের গুণগত মান পর্যালোচনা ও প্রতিবেদন তৈরি করতে সক্ষম।

জলবায়ু সহিষ্ণু ক্ষুদ্র ও মাঝারি ভৌত অবকাঠামো

দিন যত যাচ্ছে, পাল্লা দিয়ে বদলে যাচ্ছে জীবনের কিছু অর্জনের নকশা। তেমনি বদলে যাচ্ছে অধিক ঘনবসতিপূর্ণ নলুয়া নামাপাড়া সিডিসি এলাকার অবস্থাও। অতি নিম্ন আয়ের মানুষের বসবাস সেখানে। অবকাঠামোগত উন্নয়নের চাহিদা অপরিসীম তন্মধ্যে বিশুদ্ধ পানির অভাব ছিল প্রকট। পানি সংগ্রহের জন্য প্রতিদিনই তাদেরকে এলাকার বাইরে যেতে হয়, এতে তাদের অনেক সময় ব্যয় হয়, তেমনি নানান বিড়ম্বনার স্বীকার হতে হয়। উপরন্তু শীতল্যা নদীর নোংরা পানি দ্বারা গোসল করা ও কাপড় চোপর ধোয়া ছিল উল্লেখযোগ্য। তারা প্রায় বছরজুড়েই পানি বাহিতরোগ বিশেষ করে চুলকানি রোগে আক্রান্ত থাকত। ২০১৯ সালে এলআইইউপিসি প্রকল্পের সহায়তায় নির্মিত ১টি গভীর নলকূপের মধ্য দিয়ে তারা আশার আলো দেখতে শুরু করেন। ৪টি পানি বিতরণের পয়েন্ট দিয়ে এলাকার প্রায় ৪০ এরও বেশি পরিবার এখন সুপেয় পানি পাচ্ছে। নলকূপের পাশেই নির্মাণ করা হয় একটি ইটের তৈরি বেঞ্চ যেখানে পানি নিতে আসা সকলেই দাঁড়িয়ে না থেকে বসে অপেক্ষা করতে পারেন, অবসরে গল্প করতে পারেন এমনকি ঐ বেঞ্চে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা জমকালো গল্পের আসর ফিরিয়ে এনেছে তাদের স্বস্তি। পাশাপাশি তাদের সামাজিক ও পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত হচ্ছে মজবুত। এখন নলুয়া নামাপাড়া এলাকায় পানিবাহিত রোগের ঘটনা অতীত।

দরিদ্র মানুষগুলোর ভোগান্তি লাঘবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প ২০১৯ সাল থেকে এ শহরে বিভিন্ন সিডিসি'র নেতৃত্ব এবং তত্ত্বাবধানে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে সর্বমোট ৮,৫৯,২০,৬৮৫ টাকা ব্যয়ে ৮৮২৪ মিটার দীর্ঘ ফুটপাত, ৯১টি উচুঁ প্ল্যাটফর্মযুক্ত গভীর নলকূপ, ৫৬৪২ মিটার ড্রেন ও ড্রেন স্লাব, ৩২৭টি টুইন পিট ল্যাট্রিন, সেপটিক ট্যাংকসহ ০৭টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন এবং ৮২টি কমিউনিটি গোসলখানা নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে প্রান্তিক পর্যায়ের ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে আপামর মানুষের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত সমস্যার সমাধান হয়েছে; দূর হয়েছে নিরাপদ পানি প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা; হ্রাস পেয়েছে পানি সংগ্রহের সময়, শ্রম এবং বখাটে মানুষের যৌন হয়রানি; তৈরী হয়েছে লিঙ্গ বৈষম্যহীন ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা এবং নিরাপদ গোসলখানা ব্যবহারের সুযোগ।

১১৫ অবকাঠামো উন্নয়ন চুক্তিপ্রাপ্ত মোট সিডিসির সংখ্যা

৮৫০ নির্মিত অবকাঠামোর মোট সংখ্যা

জলবায়ু সহিষ্ণু ক্ষুদ্র ও মাঝারি ভৌত অবকাঠামো

কলাম ও ট্যাংক সহ ৯১টি
সাবমার্সিবল পানির পাম্প স্থাপন
৩৪৭৯৬৬৪০ টাকা নির্মাণ ব্যয়

৩২৭ টি টুইন পিন ল্যট্রিন
৭ টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ
১৭২৫৮৪৪২ টাকা নির্মাণ ব্যয়

৮৮২৪ মি. সিসি ফুটপাত এবং
৫৬৮২ মি. স্ল্যাব সহ ড্রেন নির্মাণ
৩০২৮৩৮৯০ টাকা নির্মাণ ব্যয়

৩৮ টি পরিবারের গৃহ নির্মাণ সহায়তা
৫৬০০০০০ টাকা নির্মাণ ব্যয়

৮২ টি কমিউনিটি গোসলখানা নির্মাণ
৩৫৭৭২১৩ টাকা নির্মাণ ব্যয়

‘র‍্যালিবাগান’ ২২ নং ওয়ার্ডের একটি মহল্লা ও বস্তি উভয়েরই নাম। ১২৫টি দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের প্রায় ৪৭১ জন লোক শত বছর ধরে নাগরিক সুবিধাবিহীন অনুন্নত এই বস্তিতে বসবাস করে আসছেন। ২০১৯ সালে এই বস্তিটি এলআইইউপিসি প্রকল্পের আওতাভুক্ত হয়। স্বল্প আয়ের কারণে তাদের জীবনযাত্রার মান যেমন খুবই নিম্নমানের ঠিক তেমনি চিন্তা-ভাবনা, স্বপ্ন, পরিকল্পনা ইত্যাদিতেও তারা পিছিয়ে। সন্তানদের কোন লেখাপড়া নেই, নেই কোন স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, এমনকি কোন স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ব্যবস্থাও সেখানে নেই।

১২৫টি পরিবারের জন্য মাত্র ২টি টয়লেট ও ১টি মাত্র গভীর নলকূপ, তাও একটি টয়লেট আবার ব্যবহার অনুপযোগী। টয়লেট ব্যবহার ও পানি সংগ্রহ করতে যেয়ে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ছিল তাদের নিত্যদিনের ঘটনা, এটি ছিল বিব্রতকর ও অস্বাস্থ্যকর। তারা বিভিন্নভাবে এসব সমস্যার সমাধান করতে গিয়েও অর্থ আর যোগাযোগের অভাবে পেরে উঠেননি। পরবর্তীতে এলআইইউপিসি প্রকল্পের সহায়তায় ২০১৯ সালে নারী, পুরুষ ও শিশুর জন্য আলাদাভাবে প্রতিটি ৫ কক্ষ বিশিষ্ট ২টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন ও ৫৫০ ফুট দীর্ঘ পাইপ লাইন ও ৬টি পানি বিতরণ পয়েন্টসহ ১টি গভীর নলকূপ নির্মাণ করা হয়। এখন আর তাদেরকে টয়লেট ব্যবহার কিংবা পানি সংগ্রহের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না।

“নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্বের বিকাশের পাশাপাশি নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে টাউন ফেডারেশনের নেতৃত্বে সকল সিডিসি ও সিডিসি ক্লাস্টার সর্বোপরি পুরো কমিউনিটি-কে শক্তিশালী সংগঠনে রূপান্তরিত করতে এলআইইউপিসি প্রকল্পের ভূমিকা অপরিসীম”।

সালমা সুলতানা
সভাপতি, টাউন ফেডারেশন, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

কোভিড-১৯ সহ অন্যান্য দুর্যোগে সাড়া প্রদান

২০২০ সালের মার্চ মাসে যখন কোভিড-১৯ আবির্ভূত হলো তখন গ্রাম-শহর, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল স্তরের জনগণ দিশেহারা। অত্যধিক ঘনবসতিপূর্ণ এবং রাজধানীর খুব নিকটবর্তী শহর হওয়ায় নারায়ণগঞ্জ করোনার সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ (হট স্পট) জেলা শহর হিসেবে ঘোষিত হলো। দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর খেঁটে খাওয়া ও দিনমজুর মানুষের জন্য কোভিড-১৯ এক মহাদুর্যোগ হিসেবে অসহনীয় পরিস্থিতি তৈরি করে বিশেষত নারায়ণগঞ্জ শহরে বসবাসরত দরিদ্র মানুষগুলো নিদারুন কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন। আয় উপার্জন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের দুর্ভোগের সীমা ছিলনা।

প্রকল্পের কর্মকর্তা, মাঠকর্মী, সিডিসি ও সিডিসি ক্লাষ্টারের নেত্রী সকলেই তখন নিজের জীবন ও পরিবারের কথা চিন্তা না করে শহরে বসবাসরত দরিদ্র ও পান্তিক জনগোষ্ঠীর সচেতনতা তৈরি ও প্রয়োজনীয় সাহায্য নিয়ে প্রতিটি ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারের কাছে ছুটে যান।

নিত্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন ১,৩৩,৬৭৫টি হাত ধোয়ার সাবান, ২৫২১টি দরিদ্র পরিবারকে ৩৭,৮১,৫০০ টাকা নগদ অর্থ, হ্যান্ড সেনিটাইজার এবং সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য মেডিকেল ইকুইপমেন্ট (পিপিই) ইত্যাদি সরবরাহ করেন।

মাইকিং, পোষ্টার, ফেস্টুন, স্টিকার ও লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে মানুষকে ঘরে থাকা ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলার পরামর্শ দেন।

প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে মোট ১১৫টি হাত ধোয়ার পয়েন্ট স্থাপন করা হয়।

সিএফ, এসিএনএফ ও কমিউনিটির নেত্রীগণ প্রকল্পের ১৩০০০ হাজারেরও বেশি উপকারভোগী নারী ও পুরুষের কোভিড-১৯ টিকা নিবন্ধন করার কাজে সহযোগিতা করেন।

পাশাপাশি অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় করে এলআইইউপিসি প্রকল্প নানাভাবে দরিদ্র জনগণের পাশে দাঁড়ায় এবং অন্যান্য মহামারি যেমন ডেঙ্গু, চিকনগুনীয়া ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা তৈরির জন্য ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ, দলীয় আলোচনা ও লিফলেট এর মাধ্যমে পরামর্শ প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের সহায়তায় কমিউনিটি পর্যায়ে কোভিড-১৯ বিষয়ে সাড়া প্রদান কার্যক্রম (হাত ধোয়ার ব্যবস্থা)

প্রকল্পের সহায়তায় কমিউনিটি পর্যায়ে কোভিড-১৯ বিষয়ে সাড়া প্রদান কার্যক্রম (সেফটি উপকরণ বিতরণ)

প্রকল্পের সহায়তায় কমিউনিটি পর্যায়ে কোভিড-১৯ বিষয়ে সাড়া প্রদান কার্যক্রম (হাত ধোয়া সচেতনতা কার্যক্রম)

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে গণস্বাক্ষর গ্রহণ কর্মসূচি

লিঙ্গ সমতা এবং ক্ষমতায়ন প্রকল্পের সুবিধাভোগী এবং মাঠ কর্মী উভয়ের জন্যই এলআইইউপিসি প্রকল্প তার সকল স্তরে এবং প্রোগ্রাম জুড়ে মেইনস্ট্রিম করেছে। এমনকি প্রকল্প যে কোন প্রকার হয়রানি, যৌন হয়রানি, বৈষম্য, শোষণ এবং কর্তৃত্বের অপব্যবহারের ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি'র ঘোষণা দিয়েছে। এবং প্রকল্প-নির্দিষ্ট সুরক্ষা নীতি এবং প্রকল্পের সকল স্টেকহোল্ডারের জন্য একটি রিপোর্টিং কৌশল তথা টাউন পর্যায়ে একজন জেন্ডার ফোকাল পার্সন নিয়োগ এবং সেইফ কমিউনিটি কমিটি (এসসিসি) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সকল পর্যায়ে একটি সুরক্ষিত রিপোর্টিং মেকানিজম প্রক্রিয়া নিশ্চিত করেছে।

এরই ধারাবাহিকতায়, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে এলআইইউপিসি প্রকল্প অত্র শহরের ১০ ক্লাস্টারে ১০টি সেইফ কমিউনিটি কমিটি গঠন ও ত্রৈমাসিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, তন্মধ্যে বিভিন্ন কমিটির মাসিক/ত্রৈমাসিক মিটিং-এ নিয়মিতভাবে আলোচনা-পর্যালোচনা, ঝুঁকিপূর্ণ কিশোর-কিশোরীদের অভিভাবকের সাথে আলোচনা, দিবস উদযাপন, নাটিকা প্রদর্শন, বিষয়ভিত্তিক কুইজ ও রচনা প্রতিযোগীতা, গণস্বাক্ষর গ্রহণ কর্মসূচি, গণসমাবেশ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ফলশ্রুতিতে প্রকল্প এলাকায় নারী ও শিশুর প্রতি বৈষম্য এবং নির্যাতন ক্রমান্বয়ে হ্রাসপাচ্ছে এবং শিশু-কিশোরী-নারীদের নিরাপত্তা উল্লেখযোগ্য ভাবে উন্নত হচ্ছে। দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার কিশোরী, সেফ কমিউনিটি কমিটি এবং CF-SENF-গণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা ও যোগাযোগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রতিবেদন প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, নারায়ণগঞ্জ শহরের প্রতিটি প্রাথমিক দল ও সিডিসি'র যে সকল নারী সদস্য নিজের নাম ও স্বাক্ষর সঠিকভাবে লিখতে জানেন না, সে সকল নারীকে সিএফ এবং এসইএনএফ-দের সহায়তায় নাম ও স্বাক্ষর জ্ঞান শিখানোর কাজ চলমান রয়েছে।

গণস্বাক্ষর ব্যানারে মতামত লিখছেন মেয়র, নাসিক

ক্লাষ্টার পর্যায়ে সেইফ কমিউনিটি কমিটি'র ত্রৈমাসিক সভা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও নারী উদ্যোক্তা মেলা ২০২১ এর
ষ্টল পরিদর্শন করছেন ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী, মেয়র, নাসিক

প্রতিবন্ধী নগর দরিদ্রদের জন্য কাজ করছে এলআইইউপিসি প্রকল্প

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান ও মেয়র, নাসিক কর্তৃক শারীরিক প্রতিবন্ধীদের মাঝে সহায়ক উপকরণ বিতরণ

এলআইইউপিসি প্রকল্প প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (PWD) শহরে বাস্তবায়নাধীন সকল কাজে সুবিধা-অসুবিধার বিষয়টি বিবেচনা রেখে বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং তাদেরকে সক্রিয় পরিবর্তন এজেন্ট হিসেবে কাজ করার সুযোগ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা করে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে ইতিমধ্যেই নারায়ণগঞ্জ শহরের সকল প্রাথমিক দলের পরিবারের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমস্যা ও চাহিদা সম্বলিত কম্প্রিহেনসিভ (সমন্বিত) ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে এবং ডাটাবেজের তথ্য অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য সিটি কর্পোরেশন সহ বিভিন্ন ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে যাচ্ছে। জরিপকৃত প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের তালিকা ইতিমধ্যেই সিটি কর্পোরেশনের সমাজকল্যাণ বিভাগের মাধ্যমে সরকারি যে কোন সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত শহর সমাজসেবা অফিসে জমা দেয়া হয়েছে।

বিভিন্ন স্তরের সংগঠনে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উৎসাহ, নির্দেশনা এবং কমিউনিটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ৩জন প্রতিবন্ধী প্রকল্পের মাঠকর্মী (সিএফ ও এসইএনএফ) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছে এবং ১২৮৮টি পরিবারের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রাথমিক দলের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ২৭জন প্রতিবন্ধী নারীকে প্রাথমিক দলের নেত্রী, ২০জন প্রতিবন্ধীকে সঞ্চয় দলের সদস্য, ০১জন প্রতিবন্ধী শিশুকে শিক্ষা অনুদান, ০৬জন প্রতিবন্ধী গর্ভবতী ও প্রসূতি মা'কে পুষ্টি সহায়তা প্রদান, ০৩-এর অধিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, ০১জন প্রতিবন্ধী নারীকে নিউট্রিশন এজেন্ট, এবং ৫০-এর অধিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বিভিন্ন ডিভাইস যেমন হুইল চেয়ার, হিয়ারিং মেশিন, সাদাছড়ি ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিবন্ধীবান্ধব ০১টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন ও ০১টি ডিপ টিউবওয়েলে পানি বিতরণ পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে। এবং সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক বাজেটে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ থোক বরাদ্দ রাখার নিমিত্ত প্রতিনিয়ত ফলোআপ ও পরামর্শ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দুর্নীতি, জালিয়াতি ও প্রতারণা বিষয়ক সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

এলআইইউপিসি প্রকল্প নারায়ণগঞ্জ টাউন দুর্নীতির প্রতি শূন্য সহনশীলতার (জিরো টলারেন্স) নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রতিটি স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। প্রতিটি সিডিসি, ক্লাস্টার ও স্কুল পর্যায়ে আলোচনা সভা, দিবস ও সপ্তাহ উদযাপন, মাঠ কর্মী ও নেত্রীদের জন্য প্রশিক্ষণ, র‍্যালি, শপথ বাক্য পাঠ, লিফলেট ও ফেস্টুন স্থাপনের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ বাস্তবায়ন করে চলেছে। ইতিমধ্যে দুর্নীতি ও জালিয়াতির দায়ে একাধিক মাঠ কর্মী ও সিডিসি'র নেত্রীকে দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

অন্যদিকে, প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে কমিউনিটি সংগঠনের উদ্যোগে, স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলরের সহযোগীতায় এবং অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে কমিউনিটি পর্যায়ে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) এবং গণশুনানী (কমিউনিটি হিয়ারিং) অধিবেশন আয়োজন করা হচ্ছে যেখানে সকল উপকারভোগী, নেত্রী, সাধারণ সদস্য ও স্থানীয় জনসাধারণ তাদের নিজেদের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পাচ্ছেন এবং নারী নেত্রীগণও যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা ও প্রমাণের মাধ্যমে উপস্থাপিত সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান দিতে পারছেন। পাশাপাশি কমিউনিটি পর্যায়ে বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সঠিকতা ও গুণগত মান যাচাইয়ের জন্য কমিউনিটি পর্যায়ে গঠিত 'সোশ্যাল অডিট কমিটি' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের টাউন অফিস এবং প্রধান কার্যালয় কোন অভিযোগের বিষয়ে অধিকতর তথ্য ও সত্যতা যাচাইয়ের নিমিত্ত বিভিন্ন অনুশীলন, অনুসন্ধান মিশন ও নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

কমিউনিটি স্কোর কার্ডঃ উপকারভোগীদের চোখে প্রকল্পের কার্যক্রমের মূল্যায়ন উপস্থাপন

প্রাথমিক দল ও সিডিসি পর্যায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দমন বিষয়ক আলোচনা

২২

সামাজিক অডিট কমিটির প্রশিক্ষিত সদস্য সংখ্যা

ডিজিটাল হেলথ ও মাইক্রো হেলথ ইন্সুরেন্স সার্ভিসেস

উপকারভোগীদের পরিবার সরেজমিন পরিদর্শন ও তথ্য সংগ্রহ

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করণের ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা ও মাইক্রো ইন্স্যুরেন্স কার্যক্রম ডিসেম্বর ২০২১খ্রিঃ থেকে শুরু হয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় প্রকল্পে প্রাথমিক দলের দরিদ্র এবং অতি দরিদ্র ১৫৭০০ সদস্য পরিবার তন্মধ্যে অতি দরিদ্র ৭০০ পরিবার (প্রতিবন্ধী, বিধবা, অতি বয়স্ক) নিম্নোক্ত স্বাস্থ্যসেবা এবং ইন্সুরেন্স সুবিধা পাবেন।

- ❖ টেলিফোন অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যম ব্যবহার সার্বক্ষণিক চিকিৎসকের পরামর্শ
- ❖ বহির্বিভাগ চিকিৎসা বীমা কাভারেজ
- ❖ হাসপাতালে ভর্তি ও চিকিৎসা বীমা কাভারেজ
- ❖ স্বাস্থ্য স্কিম ভাউচার সেবা
- ❖ জীবন বীমা কাভারেজ

মাইক্রো হেলথ ইন্সুরেন্স কাভারেজ/সেবা

বহির্বিভাগ চিকিৎসা বীমা কাভারেজ সর্বোচ্চ ৭,৫০০ টাকা

জীবন বীমা কাভারেজ সর্বোচ্চ ১৫,০০০ টাকা

হাসপাতালে ভর্তি ও চিকিৎসা বীমা কাভারেজ সর্বোচ্চ ২২,৫০০ টাকা

হেলথ স্কিম ভাউচার সেবা

ঔষধ বাবদ সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা (প্রতি ৩ মাসে)

ডায়াগনস্টিক টেস্ট বাবদ সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা (প্রতি ৩ মাসে)

ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা ও মাইক্রো হেলথ ইন্স্যুরেন্স কার্যক্রমের ফেব্রুয়ারী ২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতি

- ❖ এলআইইউপিসি প্রকল্পের নারায়ণগঞ্জ সিটি প্রজেক্ট বোর্ড এবং স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা এবং সম্মতি গ্রহণ
- ❖ এলআইইউপিসি প্রকল্পের প্রাথমিক দলের তালিকা সংগ্রহ
- ❖ উদ্দিষ্ট উপকারভোগীদের ডাটাবেজ তৈরীর জন্য তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ
- ❖ তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান
- ❖ উদ্দিষ্ট উপকারভোগীদের বাড়ী পরিদর্শনের মাধ্যমে ১৫৭০০ উপকারভোগীর তথ্য সংগ্রহ এবং ডাটাবেজ তৈরী
- ❖ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা প্রস্তুতকরণ ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা।

আলোকচিত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও নারী উদ্যোক্তা মেলা ২০২১ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছেন ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী, মেয়র, নাসিক

নারায়ণগঞ্জ ফিল্ড মিশনের অভিজ্ঞতা বিনিময় সভায় মেয়র, নাসিক এর সাথে ইউএনডিপি বাংলাদেশ এর আবাসিক প্রতিনিধি এবং ইউনিলিভার বাংলাদেশ এর সিইওসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

টাউন ফেডারেশন ও সিএইচডিএফ দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন ২০২০ অনুষ্ঠানে ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদান

সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের বিভিন্ন রেজিষ্টার হালনাগাদকরণ

অনুদানপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের সরেজমিন মাঠ জরিপ ও যাচাই

আলোকচিত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

এলআইইউপিসি প্রকল্প, নারায়ণগঞ্জ টাউন টিমের সাথে মতবিনিময় সভা করেন মিস ভেন এনগুয়েন, সহকারি আবাসিক প্রতিনিধি, ইউএনডিপি বাংলাদেশ এবং ইউগেশ প্রাধানাং, প্রজেক্ট ম্যানেজার, এলআইইউপিসিপি

নলুয়া নামাপাড়া সিডিসি'র গভীর নলকূপ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ইউএনডিপি বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি ও ইউনিলিভার বাংলাদেশ এর সিইও

টাউন ফেডারেশন ও সিএইচডিএফ-এর নব-নির্বাচিত কমিটির সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠান

মাননীয় মেয়র, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদানকারী এজেন্টদেরকে বিভিন্ন সেবামূলক উপকরণ বিতরণ

প্রকল্পের সহায়তায় কমিউনিটি পর্যায়ে কোভিড-১৯ বিষয়ে সাড়া প্রদান কার্যক্রম (হাত ধোয়া সচেতনতা কার্যক্রম)

আলোকচিত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

কমিউনিটি কর্ম-পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সিডিসি'র সদস্যগণ তাদের নিজ এলাকার মানচিত্র অংকন করছেন

সিডিসি'র মাসিক সভা

টাউন ফেডারেশন ও সিএইচডিএফ-এর নব-নির্বাচিত কমিটির সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠানে মাননীয় মেয়র, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ও কাউন্সিলরবৃন্দ

প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় পর্যায়ে নির্মিত ফুটপাত (রাস্তা)

প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র নগর বসতিদের জন্য নির্মিত স্বাস্থ্যসম্মত কমিউনিটি ল্যাট্রিন

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

www.ncc.gov.bd